চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৬ নভেম্বর' ২০২৩খ্রি.

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে জালিয়াতি শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ মেয়র রেজাউল

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে জালিয়াতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাই জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী।

রোববার নগরীর থিয়েটার ইন্সটিটিউটে আয়োজিত জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক আইন ও বিধির প্রয়োগের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ মন্তব্য করেন তিনি। কর্মশালায় অংশ নেয়া চসিকের কাউন্সিলরবৃন্দ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকা চসিকের কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের সাথে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত। কারণ এই নিবন্ধনের তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজ সম্পন্ন হয়। বিশেষ করে অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভূমি দখল, চাকরির বয়স বৃদ্ধিসহ নানা স্বার্থে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে জালিয়াতির চেষ্টা করে। এ ধরনের জালিয়াতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাই এধরনের যে কোন অপচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

সভায় মুখ্য আলোচক রেজিস্ট্রার জেনারেল মোঃ রাশেদুল হাসান বলেন, সঠিক জন্ম নিবন্ধন বাল্যবিবাহ ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার মৃত্যু নিবন্ধনের সাথে সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি জড়িত। এছাড়া জালিয়াতি করে অন্য কোন দেশের নাগরিক যাতে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিবন্ধন করতে না পারে সে ব্যাপারেও এ নিবন্ধন জরুরি ভূমিকা রাখে। তাই, এ নিবন্ধনে জড়িত কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষরা যাতে নিবন্ধন করতে গিয়ে ভোগান্তিতে না পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

কর্মশালায় আরো বক্তব্য রাখেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আবু নছর আবদুল্লাহ, চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, চসিকের জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও কাউন্সিলর মো. ইলিয়াস, সচিব খালেদ মাহমুদ। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, সলিম উল্লাহ বাচ্চু, মো. মোরশেদ আলম, মো. নুরুল আমিন, গাজী মো. শফিউল আজিম, আবদুল মান্নান, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম মাসুম, জাফরুল হায়দার চৌধুরী এবং আনজুমান আরা,মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. মো. ইমাম হোসেন রানা, উপসচিব আশেকে রসুল টিপু।

ভিয়েতনামের সংগ্রাম বাংলাদেশের জন্য অনুপ্রেরণাঃ মেয়র রেজাউল

স্বাধীনতার জন্য ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রাম আর স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষিভিত্তিক দেশ থেকে শিল্পায়নের পথে সাফল্য বাংলাদেশের মানুষদের অনুপ্রেরণা যোগায় বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

রোববার বিকেলে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে আসা একটি প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, স্বাধীনতার জন্য ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রাম আর স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষিভিত্তিক দেশ থেকে শিল্পায়নের পথে সাফল্য বাংলাদেশের মানুষদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

"চট্টগ্রামে টেক্সটাইল, কৃষি, জাহাজ নির্মাণ, ইলেক্ট্রনিক্স, ওষুধ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং হালকা প্রকৌশল প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভিয়েতনাম ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। কারণ চট্টগ্রামে শিল্পায়নের উন্নত সুবিধার পাশাপাশি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করা এখন বেশ সহজলভ্য।"

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ন্যুয়েন মান কুঅং (Nguyen Manh Cuong) বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভিয়েতনামের ভৌগোলিক মিল রয়েছে। দুটি দেশের অর্থনীতিই খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব সমস্যা বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে সেগুলো ভিয়েতনামকেও ভোগাচ্ছে। তাই আমাদের একে অপরের কাছে শেখার আছে অনেক কিছু।

"বাংলাদেশের সাথে ভিয়েতনামের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দিনদিন গভীর হচ্ছে। ভিয়েতনামের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ এবং কোভিড মহামারির সময়েও দুদেশের ব্যবসা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন, বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আদান-প্রদান এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের মধ্যকার যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব।"

এসময় দুপক্ষের মাঝে চট্টগ্রামের সাথে ভিয়েতনামের কোন একটি শহরকে 'সিস্টার সিটি' হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেমসহ ভিয়েতনামের একটি প্রতিনিধিদল।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮